কমপিউটার অপারেটরদের দাবি

The Computer Personnel Recruitment Rules-1985 অনুযায়ী কমপিউটার অপারেটর পদে লোক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগবিধিতে পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও সিনিয়র পদ ক্রিয়েট না হওয়ায় কমপিউটার অপারেটরেরা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি টেকনিক্যাল পারসন হিসেবেও কমপিউটার অপারেটরেরা অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট কিংবা সিলেকশন গ্রেড কোনোটাই পাচ্ছেন না। এসএসসি পাস এমএলএসএস ও এইচএসসি পাস অফিস সহকারী/হিসাব সহকারী পদোন্নতি পাচ্ছেন, সাঁটলিপিকার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিকরা অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট ও সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন। সচিবালয়ে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরেরা পদোন্নতি পেয়ে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন। কিন্তু সচিবালয়ের বাইরে কর্মরত কমপিউটার অপারেটরেরা পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট–কোনোটাই পাচ্ছেন না। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক ও বৈষম্যমূলক। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলো পেশ করছি–১. শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে কমপিউটার অপারেটরদের পদবি পরিবর্তন অর্থাৎ আইসিটি অফিসার করা। ২. টেকনিক্যাল পারসন হিসেবে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা। ৩. সারা দেশে অভিন্ন নীতিমালা (নিয়োগ-পদোন্নতি) প্রণয়ন করা।

মো: সালাহউদ্দিন খান
মালিবাগ, ঢাকা

ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হোক

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের যা বিপুল জনসমর্থন লাভে ও বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এ সময় বর্তমান সরকারের ঘোষণা ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

সরকার তার লক্ষ্য পূরণের জন্য কিছু কিছু কাজ করেছে ঠিকই, তবে তা প্রত্যাশিত মাত্রায় নয়। কেননা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে একটি হলো ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং তা বিস্তৃত করতে হবে দেশব্যাপী। কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ দেশব্যাপী বিস্তৃত করলেই তো হবে না, যা হতে হবে সবার নাগালের মধ্যে। অর্থাৎ ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইডথের দাম কমাতে হবে। ইতোমধ্যে অবশ্য কয়েকবার ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হয়েছে। তারপরও তা এখনো দেশের বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর নাগালের বাইরে। আর ইন্টারনেট এখনো আমাদের দেশের সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে থাকার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট।

ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের ফলে সরকার যত রাজস্ব পায় ভ্যাট প্রত্যাহার করলে দেশ লাভবান হতো তারচেয়ে কয়েক গুণ। অথচ সরকার ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর কর আরোপ করে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছে। এসব বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা যদি এনবিআর কর্তৃপক্ষের থাকত তাহলে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারের চিত্রটা আরো ভিন্ন হতো। ইন্টারনেটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট তুলে নেয়া হলে কী পরিমাণ রাজস্ব আসত তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবে– তা আমরা সবাই প্রত্যাশা করি।

হরিকৃষ্ণ লাল দেব সরকার
ময়মনসিংহ

ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া হোক দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে

আমি কমপিউটার জগৎ গত ১৫-১৬ বছর ধরে নিয়মিত পড়ে আসছি। সেই সূত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কমপিউটার জগৎ-এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনসহ অসংখ্য প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে ভিওআইপি কথা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল বিষয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর এসব প্রতিবেদনের বেশিরভাগ ছিল ভিওআইপি উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়ে।

জুন ২০১২-এর সম্পাদকীয়তে প্রাধান্য পেয়েছে ভিওআইপি লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশে সস্তায় টেলিফোন জোগানোয় ভিওআইপি টেলিফোনি ছিল অনন্য সাধারণ। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশের মানুষের স্বাভাবিক দাবি দ্রুততম সময়ে ভিওআইপি ব্যবস্থাকে বৈধ ব্যবহারে এনে তা দেশের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা। কমপিউটার জগৎ ভিওআইপিকে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে বরাবরই ছিল সোচ্চার।

কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাচে স্বার্থান্বেষী মহল তা হতে দেয়নি। বরং তারা নিজেরাই ভিওআইপি রেখে তাকে করেছে অবৈধ পয়সা কামানোর হাতিয়ার। শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার পুরো ক্ষমতাই ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় নিজের হাতে নিয়েছে। নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে ভিওআইপি লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি প্রণীত খসড়া নীতিমালা নিজেদের মতো করে চূড়ান্ত করেছে। আর এতে আপত্তি জানিয়ে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বিটিআরসি। এ নিয়ে মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির মধ্যে এখন কার্যত চলছে ঠাণ্ডা লড়াই।

অনেকেই মনে করেন, লাইসেন্স প্রক্রিয়া পুরো বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকলে লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পাবে নিঃসন্দেহে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে দ্রুত একটি সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া হলে সরকার অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে।

আমাদের দাবি, সবকিছু ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। এতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

পা
মোহাম্মদপুর, ঢাক

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কারের টাকা কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।